প্রথম আলো

তারিখ 17 JUL 2007 [?]
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজ

সম্মান কোর্স চালু ১০ বছরেও শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি

কাজী নুরুল ইসলাম, পীরগঞ্জ (ঠাকুরগাঁও) ●

ঠাকুরগাঁও সরকারি কলেজে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হওয়ার ১০ বছরেও নতুন শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ডিগ্রি (পাস) কোর্সের শিক্ষক দিয়ে চলছে সম্মান কোর্সের পাঠদান। সাত হাজার শিক্ষার্থীর এ কলেজে শিক্ষক আছেন মাত্র ৩৫ জন।

কলেজ সূত্রে জানা গেছে, ১৯৫৯ সালে বিডি কলেজ নামে স্থাপিত ঠাকুরগাঁও কলেজটি ১৯৮০ সালে জাতীয় করা হয়। জাতীয়করণের ১৭ বছর পর ১৯৯৭-৯৮ শিক্ষাবর্ষে রাষ্ট্রবিজ্ঞান, অর্থনীতি, হিসাববিজ্ঞান, গণিত এবং ১৯৯৮-৯৯ শিক্ষাবর্ষে বাংলা, ইংরেজি, ইসলামের ইতিহাস, উদ্ভিদবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ও ব্যবস্থাপনা মিলে মোট ১০টি বিষয়ে স্নাতক (সম্মান) কোর্স চালু হয়। কিন্তু ১৯৮৪ সালের ডিগ্রি (পাস) কাঠামো অনুযায়ী সীমিতসংখ্যক শিক্ষক দিয়েই চলে কলেজটি। স্নাতক (সম্মান) কোর্সে শিক্ষা কার্যক্রম চালানোর জন্য নতুন করে শিক্ষকের কোনো পদ সৃষ্টি করা হয়নি।

কলেজের ১৪টি বিভাগে সহযোগী অধ্যাপকের ১৪টি, সহকারী অধ্যাপকের ১৫টি এবং প্রভাষকের ২৯টি পদ রয়েছে। বর্তমানে সহযোগী অধ্যাপকের নয়টি, সহকারী অধ্যাপকের ছয়টি এবং প্রভাষকের আটটি পদ শূন্য রয়েছে। অর্থাৎ শিক্ষকদের ৫৮টি পদের মধ্যে ২৩টিই দীর্ঘদিন ধরে শূন্য পড়ে আছে। শিক্ষকের সংকটের কারণে শিক্ষার্থীরা একদিকে যেমন পাঠবঞ্চিত হচ্ছে, অন্যদিকে শিক্ষকেরাও অতিরিক্ত শ্রম দিতে গিয়ে হাঁপিয়ে উঠছেন।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হিসাববিজ্ঞান ও ইসলামের ইতিহাস বিভাগ চলছে মাত্র একজন করে প্রভাষক দিয়ে। হিসাববিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক গৌতম কুমার চৌধুরী বলেন, 'সকাল নয়টায় কলেজে ঢুকি আর বেরোতে হয় বিকেল চারটার দিকে। প্রতিদিন চার-পাঁচটি করে ক্লাস নিতে হয়। পাশাপাশি বিভাগীয় কাগজপত্রও সামলাতে হয়।'

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রভাষক আসাদুজ্জামান বলেন, 'চারজনের বিপরীতে দুজন শিক্ষক আছি। বিভাগে ৮০০ শিক্ষার্থীর মধ্যে অনার্সের চার বর্ষেই আছে ছয় শতাধিক। একাদশ, দ্বাদশ, ডিগ্রি (পাস) ও অনার্স মিলিয়ে সপ্তাহে ২৭টি ক্লাস নিতে হয়। আর দুজন শিক্ষক থাকলে বেঁচে যেতাম।'

রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ছাত্রী নাহিদা আফরোজ বলেন, 'একজন স্যার আর একজন ম্যাডাম ছোটাছুটি করে আমাদের ক্লাস নেন।'

এ প্রসঙ্গে কলেজের অধ্যক্ষ মো. সৈয়দ আলী বলেন, 'শিক্ষকের জন্য প্রতি মাসেই ওপরে লেখা হচ্ছে, ফোনেও যোগাযোগ করে যাচ্ছি, আশ্বাসও পাচ্ছি। কিন্তু শিক্ষকের সংকট আর কাটে না।'